আজকের কাগজ

তারিখ 25 OCT 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

26

মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল কেলেঙ্কারি এবং ছাত্র-ছাত্রীদের অনিশ্চিত ভবিষ্যত

কম্পিউটার প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে প্রকাশনাশিল্পের দ্রুত উন্নতি ঘটেছে এ কথা অকপটে মেনে নিয়েও বলতে হয় যে, আধুনিক প্রযুক্তি হিসেবে কম্পিউটারেরও অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। কম্পিউটার প্রযুক্তির সঙ্গে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে যারা জড়িত তারা কম-বেশি এই সীমাবদ্ধতার কথা জানেন। তদ্রুপ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের কলকাঠি যারা নাড়াচ্ছেন তারাও এই প্রযুক্তি সম্পর্কে নিশ্চয়ই ওয়াকিবহাল। তা না হলে হঠাৎ করে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করার ব্যাপারে কম্পিউটার প্রযুক্তির আশ্রয় নেবেন কেন? তবে এই প্রযুক্তিকে ফলাফল প্রকাশের ক্ষেত্রে বেছে নেবার পেছনে এর নেতিবাচক দিকের চাইতে ইতিবাচক দিকটিই ক্রিয়া করেছে বেশি। কম্পিউটারের কমান্ডের একটু হেরফের হলে এর কাছ থেকে যা আশা করা যায়— ফল দাঁড়ায় তার হিতেবিপরীত। কম্পিউটারের এই অসাবধানতার দিকটি চিহ্নিত হওয়া সত্ত্বেও বোর্ড কর্তৃপক্ষ কেন কম্পিউটারের মাধ্যমে এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করতে গেলেন তা আমাদের বোধগম্য নয়।

এ কথা স্বীকৃত যে, এই আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে যেমন দ্রুত কর্মসম্পাদন করা যায় ঠিক তেমনি একটু অমনোযোগী হলে তার ভুলের মাশুলও দিতে হয়। সেই ভুলের মাশুল সম্প্রতি শিক্ষাবোর্ড কর্তৃপক্ষকে দিতে হচ্ছে। পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর বিভিন্ন স্কুল থেকে খুচরো অভিযোগ উঠলেও গতকালের এতদসংক্রান্ত সংবাদটি ছিলো রীতিমতো বিস্ময়কর। গতকালের দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার সংবাদ শিরোনাম 'মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল কেলেঙ্কারি।' সংবাদে উল্লেখ করা হয়- কম্পিউটারের মাধ্যমে প্রথমবারের মত এসএসসি পরীক্ষার ফল সংকলনে আনাড়িপনা,পরীক্ষকদের অসতর্কতা ও গড়পড়তা নম্বর দেয়ার কারণে সংশ্লিষ্ট বোর্ডগুলো এখন বেকায়দায় পড়েছে। একের পর এক সংশোধনী জারির মাধ্যমে ভুলের মাশুল দিতে হচ্ছে। কম্পিউটারের মাধ্যমে উত্তরপত্র পরীক্ষা ও ফল সংকলনে পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণে '৯৪ সালের প্রকাশিত এসএসসি পরীক্ষার ফল বিবরণীতে শুধু অবিশ্বাস্য নয় হাস্যকর কিছু ঘটনার অবতারণা করা হয়। মেধা তালিকায় স্থান লাভকারী ছাত্রকেও ফেল বলে দেখানোর মত চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে। আনাড়ি পরীক্ষক দিয়ে খাতা পরীক্ষা, তাড়াহুড়া করে ফল প্রকাশের ব্যবস্থা, কম্পিউটার প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতা, কম্পিউটার অপারেটরদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব, ইত্যাদির কারণে এই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বর্তমান এসএসসি পরীক্ষায় গণিত বিষয় ব্যতীত অন্যসব বিষয়ে দু'টি প্রশ্নোত্তর অংশ রয়েছে যার একটি নৈর্ব্যক্তিক অন্যটি রচনামূলক। উল্লেখ্য যে, নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নসমূহের উত্তর মূল্যায়ন করা হয়েছে কম্পিউটারে মাধ্যমে। আর সেখানেই লেগেছে যত ঘাপলা। আর এই ঘাপলার জের টানতে হচ্ছে অত্যন্ত মেধাসম্পন্ন অনেক ছাত্রকেই। কম্পিউটারের অতীত অভিজ্ঞতা না থাকার কারণেই এমনটি ঘটেছে।

পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণে কুমিল্লা বোর্ডের আওতাধীন ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজের ফার্স্ট বয় সাইদুর রহমান সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১৯তম স্থান দখল করলেও তাকে চূড়ান্ত ফলাফলে ফেল বলে দেখানো হয়েছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার ঘটেছে একই কলেজের মোহাম্মদ শাহজাহান চৌধুরীর ক্ষেত্রে। সে রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় যথাক্রমে ৫০-এর মধ্যে একটিতে ৫০ এবং অন্যটিতে দু'টি শূন্য পেয়েছে। এ ধরনের বিস্ময়কর অভিনব ঘটনা অবগত হয়ে ইতোমধ্যে ভুক্তভোগী অসংখ্য ছাত্র-অভিভাবক ফলাফল পুনঃপরীক্ষার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। এই অবস্থা চলতে থাকলে ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ একেবারেই অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। সুতরাং প্রয়োজন এ মুহূর্তেই সতর্ক হওয়া এবং ভবিষ্যতে এর ফলাফল প্রকাশের সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করা।